উচ্চমাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান
পঞ্চম অধ্যায়
হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা
Principles of Accounting

হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা, অনুমান, রীতি-নীতি

সাধারণ অর্থে নীতি শব্দটি দ্বারা কোন কাজ সম্পাদন ও আচার-আচরনের বিধিবিধান, নিয়মাচার বা সত্য ও ন্যায় সঙ্গত ভিত্তিকে নির্দেশ করে । হিসাব বিজ্ঞানে হিসাব সংরক্ষণ, বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনের বিষয়ে এমন কোন চিরন্তন সত্য নিয়মাচার, বিধিবিধান বা ভিত্তি নাই। তবে হিসাব তথ্যকে সকলের নিকট বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কতগুলো বিধি-বিধান, নীতি-রীতি এবং ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করা হয়। হিসাব সংক্রান্ত এ সকল বিধি-বিধান, নীতি-রীতি এবং ধারণা ও অনুমান হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, অনুমান, রীতি-নীতি হিসাবে পরিচিত। নিচে হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, অনুমান ও রীতি-নীতির আলোচনা করা হলো।

পৃথক ব্যবসা সত্তা ধারণা (Business Entity Concept)

পৃথক ব্যবসা সত্তা ধারণা বা আর্থিক সত্তা ধারণাটি নির্দেশ করে যে, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি পৃথক সত্তা এবং এর সকল লেনদেন পৃথক ভাবে হিসাব ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ ব্যবসা এবং মালিক দুটি পৃথক সত্তা। ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন এবং মালিকের ব্যক্তিগত লেনদেন পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। হিসাব লিখার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মালিককে তৃতীয় পক্ষের মত একটি আলাদা পক্ষ হিসাবে গণ্য করতে হবে। এ বিধিটি এক মালিকানা, অংশীদারী এবং কোম্পানি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এ ধারণার ভিত্তিতে এক মালিকানা কারবারের মালিক, অংশীদারী কারবারের অংশীদার এবং কোম্পানির শেয়ার ধারক হতে মূলধন হিসাবে গৃহীত অর্থ মূলধন শিরোনামে উদ্বৃত্তপত্রের দায় দিকে এবং ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ অংশীদার ঋণ/পরিচালক ঋণ শিরোনামে দায় দিকে দেখানো হয়। অত:পর উক্ত মূলধন ব্যবহার করে যে মুনাফা অর্জন করে তা মালিকের পাওনা হিসেবে গণ্য করে উক্ত অবন্টিত মুনাফাও উদ্বৃত্তপত্রে দায় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে এ নীতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতির কারণে মালিক হতে গৃহীত অর্থ একদিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে ডেবিট দিকে লিখা হয় এবং মালিকের নিকট দায় বিবেচনা করে মূলধন শিরোনামে ক্রেডিট দিকে লিখা হয়। ফলে উভয় দিক সমান হয়। তাছাড়া আর্থিক বিবরণীর ব্যবহারকারীগনও কারবারের কার্যক্রম এবং এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের সম্পর্ক এবং উভয়ের পার্থক্য বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারে।

উদাহরণ:

জনাব ফরিদ তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যবহৃত গাড়ীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যয় ২০,০০০ টাকা কারবারের ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করেছে এ যুক্তিতে যে সে কারবারের একক মালিক। যদিও সে কারবারের মালিক, হিসাব বিজ্ঞানের পৃথক সত্তা নীতি অনুসারে এটি কারবারের ব্যয় নয় বিধায় এ ব্যয়কে কারবারের ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা যাবে না। এটি জনাব ফরিদের ব্যক্তিগত ব্যয়। যেহেতু কারবার হতে উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে সেহেতু এটি জনাব ফরিদের উত্তোলন হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে এবং এর জন্য ফরিদের মূলধন হ্রাস পাবে তথা কারবারের ব্যয় বৃদ্ধির পরিবর্তে দায় হ্রাস পাবে।

*চলমান ব্যবসা ধারণা (*Going Concern Concept)

চলমান ব্যবসা ধারণা বা চলমান ব্যবসা রীতি অনুসারে অনুমান করা হয় যে উক্ত ব্যবসা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বা অন্তত দীর্ঘ মেয়াদে বা উহার লক্ষ্যার্জন পর্যন্ত চলমান থাকবে। অর্থাৎ চলমান ব্যবসায় ধারণা অনুসারে অনুমান (Assumption) করা

Kazi Omar Faruk FCA

হয় প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর থাকবে এবং নিকট ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিকট ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সে প্রতিষ্ঠানের হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে চলমান ব্যবসায় ধারণা প্রয়োগ করা হয় না, বরং সমাপন (Gone concern) ধারণা অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

সার্বজনিন হিসাব নীতির মধ্যে এ নীতিটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ন। এ ধারণার অনুপস্থিতিতে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অগ্রীম পরিশোধ করা বা বকেয়া ব্যয় হিসাবভুক্ত করা, দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার যোগ্য সম্পদের মূল্য হতে অবচয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ হিসাবে প্রদর্শন, দায় সৃষ্টি এবং তা উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন সম্ভব নয়। কারণ হলো কারবার দীর্ঘ মেয়াদে চলমান থাকবে এ ধারণার ভিত্তিতেই খরচ বকেয়া রাখাহয়, দায় সৃষ্টি করা হয়, অবচয় বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যাবে বিধায় উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন করা হয় এবং অগ্রীম প্রদত্ত অর্থ বা তার মূল্য ভবিষ্যতে আদায় হবে মর্মে উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন করা হয়।
কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন স্পষ্টত বুঝা যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ মেয়াদে আর চালমান রাখা সম্ভব নয় অর্থাৎ ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে চলমান ব্যবসা ধারণা অনুসারে হিসাব প্রস্তুতের পরিবর্তে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার (Liquidation approach) পরিকল্পনা নিয়ে হিসাব প্রস্তুত করা হয় এবং বিষয়টি টিকা আকারে উল্লেখ করা হয়।

অর্থের এককে পরিমাপক ধারণা (Monetary Unit Assumption)
এ ধারণা অনুসারে ধরে নেয়া হয় ব্যবসার সকল লেনদেন, দায়-দেনা এবং সহায়-সম্পদ অর্থের একক দ্বারা পরিমাপযোগ্য। অর্থাৎ সকল অর্থনৈতিক কাযাবলী এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দিভাজক হিসাবে কাজ করে এবং উক্ত আর্থিক মূল্যই হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ধারণা মতে মনে করা হয় অর্থের মূল্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং সকল ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে উপযোগী। এ কারণে কোন একটি লেনদেন, সম্পদ বা দায় হিসাবভুক্ত করতে হলে উহা অর্থের এককে পরিমাপযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় এটি হিসাবভুক্ত করা এবং আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না।

সময়কাল বা হিসাবকাল ধারণা(Time Period Assumption)
হিসাব বিজ্ঞানের এ নীতি অনুসারে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য একটি হিসাবকাল থাকতে হবে। উক্ত হিসাবকালের মধ্যে সংগঠিত সকল লেনদেন উক্ত আর্থিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উক্ত সময়ের আগের বা পরের কোন লেনদেন বা ঘটনা উক্ত হিসাব বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ ধারণা অনুসারে কোন এক মাস বা কোন ত্রৈমাসিক বা এক বছর সময়রে জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত সকল লেনদেন হিসাব বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ নীতি অনুসারে ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং উক্ত হিসাবকালের শেষ দিকে আর্থিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এ নীতির ভিত্তিতে হিসাব তৈরী করার কারণে বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীগন কোন নিদিষ্ট মাস, ত্রৈমাস বা বছরের ব্যবসায়িক ফলাফল, দক্ষতা ও আর্থিক অবস্থা দেখতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

***দ্বৈত হিসাব ধারণা* (Dual Aspect Concept)**
দ্বৈত হিসাব ধারণা হিসাব বিজ্ঞানে দ্বৈত নীতি (Duality Principle) নামেও পরিচিত। এ নীতির উপর দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এ নীতি অনুসারে প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষ থাকবে। কোন একটি লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ হিসাব বইয়ের ডেবিট দিকে লিখা হবে ঠিক তার সমপরিমাণ অর্থ হিসাব বইয়ের ক্রেডিট দিকে লিখতে হবে এবং হিসাব বই সমূহের ডেবিট এবং ক্রেডিট দিকের যোগ ফল সমান হবে। একতরফা হিসাব পদ্ধতিতে কোন একটি লেনদেন কেবল মাত্র একবার লিখা হয়। কিন্তু দ্বৈত হিসাব ধারণা অনুসারে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবের দু দিকে অন্তত: দুটি হিসাবে লিখা হয়।

হিসাব সংক্রান্ত প্রথা বা রীতি

ঐতিহাসিক ব্যয় বা ক্রয়মূল্য নীতি(Historical Cost Principle)
এ নীতি অনুসারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার প্রায় সকল লেনদেন, সম্পদ ও দায় উহাদের অধিগ্রহণ মূল্য বা ক্রয় মূল্যে হিসাবভুক্ত করবে। অর্থাৎ কোন সম্পদের বিপরীতে প্রতিষ্ঠান যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করবে শুধু উক্ত মূল্যই আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শন করতে পারবে। মূল্যস্ফীতি বা মূল্য সংকোচনের কারণে উক্ত মূল্য পরিবর্তন করে দেখানো যাবে না। একই ভাবে দায়, পণ্যক্রয় ইত্যাদিও ক্রয় মূল্যেই হিসাবভুক্ত করতে হয়।

Kazi Omar Faruk FCA

উল্লেখ্য, কখনো কখনো কোন কোন সম্পদের বাজার মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য এবং প্রকৃত মূল্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় আর্থিক অবস্থার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত হয় না। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুসারে ফেয়ার ভ্যাল্যূতে প্রদর্শন করা যেতে পারে।

আয়ের স্বীকৃতি নীতি/আদায়করন নীতি (Revenue Recognition Principle)

এ নীতি অনুসারে যখন কোন আয় আদায় হবে বা আদায় যোগ্য হবে বা অর্জিত হবে তখন উক্ত আয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ কোন আয় অর্জিত হলে যদি উক্ত আয় আদায় যোগ্য হয় তবে উহা হিসাব ভুক্ত করার জন্য আদায়ের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। উহা আদায় যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে হিসাবভুক্ত করা যাবে। এ নীতি হিসাব বিজ্ঞানের বকেয়া নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ নীতির কারণেই আয় আদায় না হওয়া সত্বেও আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা যায়।

যখন কোন পণ্য বা সেবা অর্থ বা অন্যকোন সম্পদের বিনিময়ে প্রদান করা হয় তখনই আয় নগদে আদায় বা প্রাপ্য বা আদায়যোগ্য হয়। সুতরাং যখন কোন সেবা বা পণ্য নগদ বা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে বাকিতে বিক্রয় করা হয় এবং পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হয় তখনই উহার মূল্য আদায়যোগ্য হয়। যদি পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত না হয় তবে উহার মূল্য আদায় যোগ্য হবে না এবং আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা যাবে না।

উদাহরণ

ফিডকো ফার্নিচার কোন একজন ক্রেতার নিকট হতে ৫০,০০০ টাকা আগ্রীম গ্রহণ করে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠের দরজা ৩১-১২-২০১৫ তারিখে ডেলিভারী দেয়ার শর্তে ১-১১-২০১৫ তারিখে বিক্রয় করে । এখানে যতক্ষন না উক্ত দরজা সরবরাহ না করছে ততক্ষন আগ্রীম হিসেবে গৃহীত ৫০,০০০ টাকা আয় হিসাবে হিসাব ভুক্ত করা হবে না। ৩১-১২-২০১৫ তারিখে দরজা ডেলিভারী দেয়ার পর অবশিষ্ট ২৫০,০০০ টাকা বকেয়া থাকা সত্বেও সম্পূর্ণ ৩০০,০০০ টাকা আয় হিসাবে হিসাব ভুক্ত করা হবে।

***আয়-ব্যয় মিলকরণ নীতি*(Matching Principle)**

হিসাব বিজ্ঞানে আয়-ব্যয় মিলকরণ নীতি একটি গুরুত্বপূর্ন নীতি। হিসাবকাল ধারণা অনুসারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বা সময় কালের জন্য হিসাব প্রস্তুত করে থাকে। আয়-ব্যয় মিলকরণ নীতি অনুসারে প্রতিটি হিসাবকালের আয়ের বিপরীতে সে হিসাবকালের ব্যয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ এক হিসাব কালের ব্যয় অন্য হিসাবকালের আয়ের বিপরীতে দেখানো যাবে না। কেননা হিসব বিবরণী প্রস্তুতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কারবারের ব্যবসায়িক ফলাফল নিরূপণ করা। আয়ের বিপরীতে সংগঠিত ব্যয় দেখানো না হলে সঠিক ফলাফল নিরূপণ করা যাবে না। প্রতিটি আয় এবং ব্যয় যদি সংশ্লিষ্ট হিসাব কালের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয়, সে ক্ষেত্রেই কেবল সম্ভব ব্যয় সমূহ সংশ্লিষ্ট আয়ের বিপরীতে প্রদর্শন করা এবং সঠিক আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা। মিলকরণ নীতি অনুসারে কারবারের হিসাবরক্ষনের জন্য বকেয়া ভিত্তিক হিসাব প্রস্তুত করতে হয়।

আয়-ব্যয় স্বীকৃতি সংক্রান্ত ***নীতিমালা***

রক্ষণশীল***তার নীতি(Conservatism principle)***

হিসাববিজ্ঞানের রক্ষণশীল নীতি নির্দেশ করে যখন কোন ব্যয় বা দায় সৃষ্টি হয় তা অনতিবিলম্বে হিসাবভুক্ত করতে হবে এবং যখন কোন আয় বা সম্পদ সৃষ্টি হয় তা আদায়যোগ্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে হিসাবভুক্ত করতে হবে। যখন কোন একটি লেনদেন হিসাবভুক্ত করার ক্ষেত্রে দুটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প থাকবে তখন রক্ষণশীলতার নীতি অবলম্বন করে হিসাব রক্ষক এমন বিকল্প পদ্ধতির অনুসরন করবেন যাতে করে অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা প্রদর্শিত হয়। রক্ষণশীলতা নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো কারবারের মূলধনের সুরক্ষা। কারণ প্রদর্শিত আয় আদায় না হলে এবং উক্ত আয় প্রদর্শনের কারণে সৃষ্ট মুনাফা বন্টন হয়ে গেলে কারবারের মূলধন হ্রাস পাবে। অপরদিকে উক্ত আয় বর্তমান বছরে না দেখানোর কারণে মুনাফা কিছু কম প্রদর্শিত হলেও মূলধন হ্রাস পাওয়ার তথা কারবারের ভিত দূর্বল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ কারণে রক্ষণশীলতার নীতি অনুসরণ করে যেখানে কম মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে কম মুনাফা প্রদার্শন করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, আয় বা সম্পদের আদায়যোগ্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সত্বেও রক্ষণশীলতার নীতির ভিত্তিতে উক্ত আয় প্রদর্শন না করার সুযোগ নেই। এ নীতি অনুসারে শুধুমাত্র তখনই কম মুনাফা দেখানোর সুযোগ আছে যখন অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

Kazi Omar Faruk FCA

বস্তুনিষ্ঠতার নীতি*(Materiality principle)*

হিসাব বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার নীতি অনুসারে কোন একটি ব্যয়কে সম্পদ বাচক ব্যয়, না মুনাফা বাচক ব্যয় গণ্য করা হবে অর্থাৎ আয় ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত হবে, না সম্পদ হিসাবে প্রদর্শিত হবে তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং ব্যয়ের আকারের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উক্ত ব্যয়টি সম্পদ জাতীয় হওয়া সত্বেও অর্থাৎ উক্ত ব্যয় হতে একাধিক আর্থিক বছরে সুবিধা পাওয়া গেলেও যদি তা প্রতিষ্ঠানের আকারের তুলনায় সামান্য ব্যয় হিসাবে প্রতিয়মান হয় তবে তা উপেক্ষা করা যেতে পারে এবং সম্পদ জাতীয় ব্যয় হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। হিসাব বিজ্ঞানের এ নীতিটি আয়-ব্যয় মিলকরন নীতির বিপরীত। এতদ সত্বেও অগুরুত্বপূর্ন সম্পদ জাতীয় ব্যয় সম্পদ হিসেবে প্রদর্শন করা হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়।

সামঞ্জস্যশীলতা নীতি(Consistency Principle)

সামঞ্জস্যশীলতার নীতি নির্দেশ করে যখন কোন প্রতিষ্ঠান কোন একটি হিসাব নীতি গ্রহণ করবে বা কোন একটি হিসাব পদ্ধতির প্রয়োগ করবে ভবিষ্যতেও একই হিসাব নীতি বা পদ্ধতির প্রয়োগ করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বছর ধারাবাহিকভাবে একই নীতির প্রয়োগ করবে। একেক বছর একেক নীতি বা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবে না। যদি কোন প্রতিষ্ঠান কোন বছর বর্তমানে অনুসৃত কোন নীতি বা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে চায়, তবে উক্ত পরিবর্তনের কারণ এবং হিসাবে এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে পরিবর্তিত নীতি বা পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে।

সামঞ্জস্যশীলতা নীতি প্রয়োগ করা হলে এক বছরের আর্থিক বিবরণী অন্য বছরের সাথে তুলনা যোগ্য হয়। এককেক বছর একেক নীতি বা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হলে বিভিন্ন বছরের আর্থিক বিবরণীর মধ্যেও সমতা থাকে না বিধায় একেক বছরের আর্থিক বিবরণীর মধ্যে তুলনা করা যায় না। এ কারণে সামঞ্জস্যশীলতার নীতিটি হিসাব বিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধিমত্তা নীতি(Prudence Concept)

কখনো কোন কোন লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকে, অথচ লেনদেন সমূহ যথা সময়ে হিসাবভুক্ত করতে হয়। এ ধরণের অনিশ্চয়তার কারণে হিসাব রক্ষককে বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে লেনদেনের পরিমাণ প্রাক্কলন (অনুমান) করতে হয়। এ ধরণের প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষককে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয় এবং বুদ্ধি মত্তার প্রয়োগ করতে হয়। হিসাব রক্ষক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে নিশ্চিত করবেন যে, সম্পদ ও আয় অতি-মূল্যায়িত বা বেশী প্রদর্শিত হয়নি এবং ব্যয়, ক্ষতি বা দায় কম দেখানো হয়নি।

***পূর্ণপ্রকাশ নীতি* (Full Desclosure Principle)**

হিসাব বিজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ নীতি অনুসারে হিসাব বিবরণীতে এমন সকল তথ্য উপস্থাপন করতে হবে যে সকল তথ্য হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে। সাধারণত বিনিয়োগকারী, পাওনাদার, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর কর্তৃপক্ষ, গবেষক ও সাধারণ জনগণ তাদের প্রয়োজন অনুসারে হিসাব তথ্যের ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে বিনিয়োগকারী, পাওনাদার, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও করকর্তৃপক্ষ আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কোন তথ্য গোপন করা হলে বা কোন তথ্য অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হলে তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ব্যহত হয়। এ কারণে হিসাব বিজ্ঞানের এ নীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে হিসাব বিবরণী, বিশেষ করে তালিকাভুক্ত কোম্পানির হিসাব বিবরণী, প্রস্তুত ও প্রকাশ করতে হয়। এ সকল তথ্যের মধ্যে আর্থিক এবং অ-আর্থিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

***ব্যয়-সুবিধা সম্পর্ক* (Cost Benefit relationship)**

ব্যয় সুবিধা সম্পর্ক নীতি অনুসারে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিক তথ্য পরিবেশনার ব্যয় উক্ত তথ্য হতে প্রাপ্ত সুবিধার বেশী হবে না। এর অর্থ হলো হিসাব রক্ষক হিসাব বিবরণীতে অপ্রয়োজনীয়, গুরুত্বহীন তথ্য প্রকাশ করে ব্যয় বৃদ্ধি করবে না। হিসাব বিবরণীতে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হবে। অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনার জন্য সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। যদি এ সকল তথ্য হতে ব্যবহারকারী কোন সুবিধা না পায় তাহলে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে এ সকল তথ্য উপস্থাপন না করাই শ্রেয়।

শিল্পরীতি(Industry Practice)

কোন শিল্পের বিশেষ প্রকৃতির কারণে কোন কোন লেনদেন হিসাব বিজ্ঞানের সার্বজনীন স্বীকৃত নীতি অনুসারে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়না। শিল্প রীতি অনুসারে এ ধররনের লেনদেন সমূহ হিসাব বিজ্ঞানের সাধারণ রীতি নীতির বাইরে এসে উক্ত শিল্পের বিশেষ বা ব্যতিক্রম রীতি অনুসারেই উপস্থাপন করা হবে। অর্থাৎ যে সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে শিল্পের বিশেষ প্রকৃতির কারণে হিসাব বিজ্ঞানের সাধারণ রীতি নীতি বা হিসাবমান প্রয়োগ করা যায় না সে সকল লেনদেন হিসাব বিজ্ঞানের সাধারণ রীতি নীতি বা হিসাবমানের পরিবর্তে উক্ত শিল্পে প্রচলিত রীতি প্রয়োগ করা হবে।

নিরপেক্ষতার নীতি(Objectivity concept)

হিসাব বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা বা নৈব্যক্তিকতা নীতি অনুসারে হিসাব বিবরণীতে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং প্রতিটি তথ্য প্রমাণভিত্তিক হতে হবে। হিসাব বিবরণীতে কোন অসত্য, ইচ্ছাকৃত ভুল, পক্ষপাতদুষ্ট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা যাবে না। সকল তথ্য প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক হিসাবমান

প্রায় পাঁচ শত বছর আগে লুকা পেসিওলি কর্তৃক দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি প্রণয়নের পর ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে হিসাবরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়। তবে ১৯২৯ সালে যুক্ত রাষ্ট্রের ষ্টক মার্কেটে ধ্বস নামার পূর্বে হিসাবমান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়নি। ১৯২৯ সালে যুক্ত রাষ্ট্রের ষ্টক মার্কেটে ধ্বস নামার পর বড় বড় বিনিয়োগকারী, অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারে মূলত আর্থিক প্রতিবেদনের অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার কারণে শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যস্ফিতি দেখা দেয় এবং পরিনাম হিসাবে শেয়ার বাজারে ধ্বস নামে এবং ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়।

এ পরিস্থিতিতে ১৯৩৩ সালে এবং ১৯৩৪ সালে যথাক্রমে সিকিউরিটিজ এক্ট এবং সিকিরিটিজ এক্সচেঞ্জ এক্ট প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সিকিউরিটিজ এক্ট এর মধ্যে ইনিশিয়াল অফারিং এর জন্য হিসাব বিবরণী এবং নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশের (Accounting and disclosure requirements) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সিকিরিটিজ এক্সচেঞ্জ এক্ট এ সেকেন্ডারী মার্কেটের ক্ষেত্রে হিসাব বিবরণীতে নির্দিষ্ট তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

পরবর্তীতে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পনীর হিসাব বিবরণীর জন্য হিসাবমান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পন করে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠন করা হয় যা Financial Reporting Releases (FRRs)শিরোনামে কিছু বিধি প্রকাশ করে।
পরবর্তীতে American Institute of Accountants এর একটি কমিটি, the Committee on Accounting Procedure (CAP), প্রায় ৫১টি রিসার্চ বুলেটিন প্রকাশ করে
পরবর্তীতে **১৯৫৯** সালে CAP কমিটির স্থলে the Accounting Principles Board (APB) গঠন করা হয়, যারা হিসাবনীতি সংক্রান্ত ৩১টি মতামত প্রকাশ করে। তবে APB হিসাবমান প্রণয়ন বা হিসাবমানের কোন কাঠামো তৈরীতে সক্ষম হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে Financial Accounting Foundation (FAF) এর তত্বাবধানে Financial Accounting Standards Board (FASB) গঠন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি জনস্বার্থে "সাধারণভাবে স্বীকৃত হিসাব নীতি বা Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)পরিবেশন করে। FASBএর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এ প্রতিষ্ঠানটি হিসাব মানের জন্য একটি ধারণাগত কাঠামো প্রণয়ন করেছে এবং ১৫০ টির মতো হিসাবমান প্রকাশ করে।

অপরদিকে শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশসমূহ তাদের দেশে নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিসাবমান তৈরী ও অনুসরণ করে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে থাকে। বিভিন্ন দেশের হিসাবমানে পার্থ্যক্য দেখা দেয়। কারণ বিভিন্ন দেশের ব্যবসার ধরণ, দেশীয় আর্থিক, শিল্প-বানিজ্য, কোম্পনী ও রাজস্ব আইনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এতে করে এক দেশের আর্থিক প্রতিবেদনের সাথে অন্য দেশের আর্থিক প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্য হয় এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানি সমূহের হিসাব প্রণয়নে সমস্যা দেখা দেয়। এ সকল সমস্যা নিরসনে সকল দেশের আর্থিক বিবরণীর মধ্যে সমতা আনার উদ্দেশ্যে আর্ন্তর্জাতিক হিসাবমান প্রণয়নকারী একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপ ব্যাপক চেষ্টা অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) এর তৎতকালীন প্রেসিডেন্ট হেনরি বেনসন এর প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি উপরোক্ত যুক্তরাষ্ট্রের FASB এর অনুরুপ International Accounting

Standards Committee (IASC) গঠন করা হয়। IASC ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪১ টি আন্তর্জাতিক হিসাব মান প্রকাশ করে।

উদ্দেশ্যগত এবং কার্যগত সমতা থাকলেও কিছু পার্থক্য সহ উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান Financial Accounting Standards Board (FASB)এবং International Accounting Standards Committee (IASC) সমান্তরালভাবে কাজ করতে থাকে।

পরবর্তীতে ২০০১ সালে সকলকে একই ছাতার নিচে আনার উদ্দেশ্যে IASC কে পুনর্গঠন করে International Accounting Standards Board (IASB) প্রতিষ্ঠা করা হয়। IASB গঠিত হওয়ার পর IASB উক্ত IASC কর্তৃক প্রনীত ৪১ হিসাবমান অধিভুক্ত করে নেয়। IASB বর্তমানে International Financial Reporting Standards (IFRS) শিরোনামে হিসাবমান প্রকাশ করছে।

২০০২ সাল হতে IASB এবং FASB ইউএস GAAP এবং IAS/IFRS এর মধ্যেকার পার্থক্য নিরসনের জন্য যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ইউএস GAAP এবং অন্যান্য দেশ সমূহ IAS/IFRS অনুসারে হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করছে। তবে IASB এবং FASB উভয় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে কিছু হিসাবমান প্রণয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশ IASB কর্তৃক গৃহীত এবং প্রনীত যথাক্রমে IAS এবং IFRS অনুসরণ করে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করে। বাংলাদেশে প্রচলিত কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ব্যাংক কোম্পনী আইন এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বিধিতে আন্তর্জাতিক হিসাবমান অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থিক হিসাব পেশা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ICAB দেশের হিসাব প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয় সমূহ বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুসারে IAS/IFRS গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে পরিচালিত দেশীয় ও বৈদেশিক কোম্পানি সমূহকে হিসাববিবরণী প্রস্তুতে ICAB কর্তৃক BAS/BFRS গৃহীত IAS/IFRS এর অনুসরণ করতে হয়।

২০১৫ সাল পর্যন্ত IASB কর্তৃক প্রনীত এবং ICAB কর্তৃক গৃহীত IAS/IFRS সমূহ নিম্নরূপ;

BAS No.	**BAS Title**
1	Presentation of Financial Statements
2	Inventories
7	Statement of Cash Flows
8	Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
10	Events after the Reporting Period
11	Construction Contracts
12	Income Taxes
16	Property, Plant & Equipment
17	Leases
18	Revenue
19	Employee Benefits
20	Accounting of Government Grants and Disclosure of Government Assistance
21	The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
23	Borrowing Costs
24	Related Party Disclosures
26	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27	Separate Financial Statemens
28	Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 29	Financial Reporting in Hyperinflationary Economics

Kazi Omar Fa

31	Interest in Joint Ventures
32	Financial Instruments: Presentation
33	Earnings per Share
34	Interim Financial Reporting
36	Impairment of Assets
37	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38	Intangible Assets
39	Financial Instruments: Recognition and Measurement
40	Investment Property
41	Agriculture

IFRS / BFRS No.	**Title**
BFRS 1	First-time adoption of International financial Reporting Standards
BFRS 2	Share-based Payment
BFRS 3	Business Combinations
BFRS 4	Insurance Contracts
BFRS 5	Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
BFRS 6	Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
BFRS 7	Financial Instruments: Disclosures
BFRS 8	Operating Segments
IFRS 9	Financial Instruments
BFRS 10	Consolidated Financial Statements
BFRS 11	Joint Arrangements
BFRS 12	Disclosure of Interests in other Entities
BFRS 13	Fair Value Measurement
BFRS 14	Regulatory Deferral Accounts
BFRS 15	Revenue from Contract with Customers

আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক ধারণাগত কাঠামো:

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক Financial Accounting Standards Board (FASB) এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক International Accounting Standards Board (IASB) উভয়টি হিসাব মান প্রণয়ন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকরী প্রতিষ্ঠান। উভয় প্রতিষ্ঠান হিসাব মান প্রণয়ন ও উন্নয়নের স্বীকৃত বেসরকারী সংস্থা। FASB এর হিসাবমান সমূহ ইউ এস গেপ (GAAP) নামে পরিচিত এবং IASB কর্তৃক প্রনীত ও গৃহীত হিসাব মান সমূহ Internationaonal Accounting Standared (IAS) নামে পরিচিত। GAAP যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অপরদিকে IASBবিশ্বের সকল দেশে প্রয়োগউপযোগী হিসাব মান প্রণয়ন করে থাকে। উভয় সংস্থার পৃথক ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framwork) আছে। উভয় সংস্থার ধারণাগত কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকা সত্বেও বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে উভয় সংস্থা সম্মিলিতভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framwork) প্রণয়নের কাজ করছে।

Kazi Omar Faruk FCA

বাংলাদেশের হিসাব পেশা নিয়ন্ত্রণকরী সংস্থা ICAB আই এ এস গ্রহন করে বি এ এস প্রণয়ন করেছে এবং কোম্পনী আইন ১৯৯৪, ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বিধি অনুসারে বাংলাদেশে কোম্পানি সমূহকে আই এ এস /বি এ এস অনুসারে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়, সেহেতু বাংলাদেশের জন্য IASB কর্তৃক প্রনীত হিসাবমান এবং ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framwork) প্রযোজ্য। নিচে IASB কর্তৃক প্রনীত ধারণাগত কাঠামোর গুরুত্বপূর্ন অংশ আলোচনা করা হলো;

International Accounting Standards Board (IASB) কর্তৃক প্রনীত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনের বিষয়ে ধারণাগত কাঠামো আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের বিষয়ে মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করেছে। এ কাঠামো মূলত হিসাবমান প্রণয়নে একটি দিকনির্দেশনা হিসাবে কাজ করে এবং যে সকল বিষয়ে হিসাবমান প্রণয়ন করা হয়নি সে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

এ কাঠামোটি আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা নিরূপণ করেছে, আর্থিক বিবরণী অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য আর্থিক বিবরণীর তথ্য সমূহের কাঙ্খিত বৈশিষ্ট ও মান নিরূপণ করেছে এবং আর্থিক বিবরণীর উপাদান সমূহ, উপাত্ত সমূহের সংজ্ঞা প্রদান, পরিমাপক ও স্বীকৃতির ধারণা উল্লেখ করেছে।

ধারণাগত কাঠামোর তিনটি অংশ বা স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় স্তরে গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং আর্থিক প্রতিবেদনের উপাদান এবং তৃতীয় স্তরে হিসাব সংক্রান্ত নীতি, অনুমান এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে

হিসাব বিষয়ক ধারণাগত কাঠামো গুরন্নত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ

প্রথম অধ্যায়/স্তর

প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে।

১. সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আর্থিক প্রতিবেদন*(*General Purpose Financial Statements); এটি সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আর্থিক প্রতিবেদনের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রকাশ করে। সাধারণ উদ্দেশ্য সমেত আর্থিক প্রতিবেদন বলতে এমন আর্থিক প্রতিবেদনকে বুঝায় যা সাধারণ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন পূরনে প্রস্তুত করা হয়। কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য ব্যবসায়ের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্দেশক আর্থিক প্রকিবেদন প্রকাশ করে থাকে। উক্ত আর্থিক প্রতিবেদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে ১. উদ্বৃত্ত পত্র ২. লাভ-লোকসান হিসাব ৩. নগদ প্রবাহ বিবরণী ৪. মূলধন বা ইকুইটি পরিবর্তন বিষয়ক বিবরণী এবং ৫. হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট টিক বা নোট সমূহ।

২. আর্থিক বিবরণীর ব্যবহারকারী: সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যবহারকারী কারা তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হিসাব আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যবহারকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, যোগানদাতা ও অন্যান্য পাওনাদার, খাতক, সরকার এবং সরকারী সংস্থা সমূহ এবং সাধারণ জনগণ।

৩. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের দায়িত্ব: হিসাব বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনার প্রাথমিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের।

৪. আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্য: আর্থিক বিবরণী তৈরীর উদ্দেশ্য হলো উহার ব্যবহারকারীদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপণ্য করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় স্তর

আর্থিক বিবরণীর গুণগত বৈশিষ্ট্য (*Qualitative Characteristics of Financial Statements*):

হিসাব বিষয়ক ধারণাগত কাঠামো আর্থিক বিবরণীর প্রধানত দু'ধরণের গুণগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে ১. মৌলিক গুণগত বৈশিষ্ট্য *(Fundamental Qualitative Characteristics)* এবং বর্ধিত গুণগত বৈশিষ্ট্য *(Enhancing Qualitative Characteristics),* যা নিম্নরূপ;

মৌলিক গুণগত বৈশিষ্ট্য*(FundamentalQualitative Characteristic):*আর্থিক প্রতিবেদনের দুটি মৌলিক গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। ১. প্রাসঙ্গিক (Relevance) ২. সত্যানুগ উপস্থাপনা (Faithful Presentation)।

- প্রাসঙ্গিক (Relevance): আর্থিক বিবরণীর তথ্য সমূহ প্রাসঙ্গিক হতে হবে যাতে উহার ব্যবহার কারীগণ এর সাহায্যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা পেতে পারে। হিসাব তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা এবং যথাকালীনতা বা সময়োপযোগীতার বিষয় সমূহ প্রাসঙ্গিকতার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বলতে ঐ সকল তথ্য সমূহকে নির্দেশ করে যার বাদ পরা বা ভুল উপস্থাপনার দ্বারা ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। আর যথাকালীনতা বলতে এমন সময়ের মধ্যে তথ্য উপস্থাপন করাকে নির্দেশ করে যাতে তা ব্যবহার কারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগীতা করতে পারে।

Kazi Omar Faruk

- সত্যানুগ উপস্থাপনা (Faithful Presentation): সত্যানুগ উপস্থাপনা দ্বারা নির্দেশ করে আর্থিক প্রতিবেদন এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে উহাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। যেমন কোন প্রতিষ্ঠান যদি উহার উদ্বৃত্তপত্রে উল্লেখ করে যে ৩১শে ডিসেম্বরে মজুদ পণ্যের মূল্য ছিল এক কোটি টাকা তবে প্রকৃত পক্ষেই উক্ত পণ্যের মূল্য হতে হবে এক কোটি টাকা। যখন বাস্তব অবস্থা আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয় তখনই উহাকে সত্যানুগ উপস্থাপনা বলা যেতে পারে।

  আর্থিক প্রতিবেদনের প্রতিটি অংশ, যেমন আর্থিক অবস্থা বা উদ্বৃত্তপত্র, ব্যবসায়িক ফলাফল বা আয়-বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, সত্যানুগ বা বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপন করতে হবে।

  সত্যানুগভাবে উপস্থাপিত আর্থিক প্রতিবেদনের তিনটি গুণ থাকবে;

  ১. পরিপূর্ণ (Complete): একজন ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, ব্যবসায়িক ফলাফল এবং নগদপ্রবাহ সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র পাওয়ার জন্য যে ধরণের তথ্য থাকা দরকার তার সকল তথ্য আর্থিক প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত থকাতে হবে। অধিকন্তু এমন কোন তথ্য বাদ দেয়া যাবে না যার বাদ দেয়ার কারণে ব্যবহার কারী ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে বা সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে।

  ২. ভুলমুক্ত (Error Free): আর্থিক প্রতিবেদনে কোনরুপ ভুল থাকবে না, যাতে প্রতিবেদনের তথ্য সমূহ প্রতিষ্ঠানের ন্যায়সঙ্গত অবস্থা উপস্থাপন করে। যদি ধারাবাহিক ভাবে এমন ভুল বিদ্যমান থাকে যা কারবারের অবস্থা ও ফলাফল কোন একদিকে প্রভাবিত হয় তবে উহাকে আর্থিক প্রতিবেদনের জালিয়াতি হিসাবে গণ্য করা হয়।

  ৩. পক্ষপাতদুষ্টমুক্ত(*Unbiased)*: আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন ঘটবে। কোন অবস্থা বা ফলাফলকে অতিরঞ্জিত বা নিম্নমান হিসাবে উপস্থাপন করা হবে না।

বর্ধিত গুণগত বৈশিষ্ট্য (Enhancing Qualitative Characteristics)

- তুলনাযোগ্য (Comparability): আর্থিক বিবরণীর তথ্য সমূহ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে উহার ব্যবহারকারী একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বছরের তথ্যের মধ্যে তুলনা করতে পারে, যা তাকে আর্থিক অবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক দক্ষতার প্রবনতা বুঝতে সহায়তা করবে। অধিকন্তু সমরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক বিবরণীর সাথেও তুলনা করতে সক্ষম হবে।
- যাচাই যোগ্য (Verifiability): হিসাব তথ্যের যাচাই যোগ্য হওয়া বলতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যখন উক্ত তথ্যের বিষয়ে পৃথক নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত তথ্যের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছত পারে বা একমত হতে পারে। এ বৈশিষ্ট উহার ব্যবহারকারীদেরকে হিসাব তথ্যের সত্যানুগ উপস্থাপনার বিষয়ে আস্থা সৃষ্টি করতে পারে।
- বোধগম্যতা (Understandability): আর্থিক বিবরণীর তথ্য সমূহ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে করে ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক এবং হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আছে এবং অধ্যয়নে আন্তরিক এমন ব্যবহারকারীগণ হিসাব তথ্য সমূহ সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।
- নির্ভরযোগ্য (Reliability): আর্থিক বিবরণীতে উপস্থাপিত তথ্য সমূহ নির্ভর যোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন তথ্য যদি ভুল না হয়, পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং সার্বিক ভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে উহাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে ধরে নেয়া যায়। যদি ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্তকে নির্দিষ্ট দিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে কোন তথ্যকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয় তবে তাকে নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।
- যথাকালে উপস্থাপন (Timeliness): আর্থিক প্রতিবেদন যথাসময়ে উপস্থাপন করতে হবে যাতে করে এর ব্যবহারকারীদের কাছে এর উপযোগীতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে। পুরাতন তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার আগেই তথ্য উপস্থাপন করতে হবে যাতে ব্যবহারকারী উক্ত তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে।

৫. আর্থিক বিবরণীর উপাদান(Elements of Financial Statements): অর্থনৈতিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিবেদনের উপাদান সমূহকে কতগুলো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এ সকল উপাদান সমূহের আর্থিক মূল্যে পরিমাপ এবং স্বীকৃতির পদ্ধতি বলা হয়েছে। আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত উপাদান সমূহ, উহাদের পরিমাপ এবং স্বীকৃতির পদ্ধতি নিচে দেখানো হলো;

Kazi Omar Faruk FCA

- সম্পদঃ সম্পদ বলতে অতীতের কোন ঘটনায় অর্জিত এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণভুক্ত সে সকল ব্যবহারযোগ্য উপকরনকে বুঝায় যা হতে ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে। যখন কোন সম্পদের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায় এবং উক্ত সম্পদ হতে প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন তা স্বীকৃত হবে এবং উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত হবে।

  উল্লেখ্য, সম্পদের মূল্যমান নিরূপণের ক্ষেত্রে চারটি ভিত্তি প্রয়োগ করা হয় যথা, ১. ঐতিহাসিক ব্যয় (Historical cost) ২. চলতি ব্যয় (Current cost), ৩. আদায়যোগ্য মূল্য (Realisable value), ৪. বর্তমান মূল্য (Present value)

- দায়ঃ অতীতের ঘটনা হতে উদ্ভোত বর্তমান দায়বদ্ধতাকে বুঝায় যা উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মিমাংশা করতে হবে এবং এ কারণে আর্থিক সুবিধা সংশ্লিষ্ট সহায়-সম্পদের বহি:গমন হবে। যখন কোন দায় পরিশোধ বা মিমাংশা করার জন্য প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক মূল্যযুক্ত কোন উপকরণের বহি:গমন ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং এর আর্থিক পরিমাণ সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় তখন উক্ত দায় উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন করতে হয়।

  দায় নিরূপণের ক্ষেত্রে উহার নিস্পত্তি মান (Settlement value) বিবেচনা করা হয়।

- ইকুইটি (মালিকানা স্বত্ব)ঃ ইকুইটি বা মালিকানা স্বত্ব হলো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হতে দায় বাদ দেয়ার পর উক্ত সম্পদের উপর অবশিষ্ট স্বত্ব।

ব্যবসায়ের দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত উপাদান সমূহ হলোঃ

- আয়ঃ আয় হলো মালিকের কাছ থেকে পাওয়া মূলধন ব্যতিত সে সকল আর্থিক সুবিধা , যা ব্যবসায়ের সম্পদ বৃদ্ধি করে বা দায়হ্রাস করে। যখন উক্ত আয় যথপোযুক্ত ভাবে অর্থের এককে পরিমাপ করা যায় তখন তা আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে।
- ব্যয়: মূলধন ফেরত বা মালিককে প্রদান ব্যতিত যে ঘটনা বা লেনদেনের কারণে সম্পদহ্রাস বা দায় বৃদ্ধি পায় উক্ত ঘটনাই হলো ব্যয়। যখন উক্ত ব্যয় যথাযথভাবে অর্থের এককে পরিমাপ করা যায় তখন তা আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে

তৃতীয় অধ্যায়/তৃতীয় স্তর

অন্তর্নিহিত অনুমান *(*Underlying Assumptions)

ধারণাগত কাঠামো আর্থিক বিবরণী প্রণয়নে কিছু অন্তর্নিহিত অনুমান উল্লেখ করেছে য নিম্নরূপঃ

- বকেয়া ভিত্তিক হিসাবঃ নগদে গ্রহণ বা পরিশোধের সময়ের বিষয়টি বিবেচনা না করে কোন আর্থক লেনদেন যখনই ঘটবে তখনই তার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং আর্থিক প্রতিবেদনে তা উপস্থাপন করতে হবে।
- চলমান ব্যবসাঃ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে ধরে লওয়া হয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। যদি এ ধারণা বাস্তব সম্মত না হয় তবে তার পূর্ণ প্রকাশ এবং ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

আর্থিক প্রতিবেদনের উপাদান সমূহের স্বীকৃতি, পরিমাপন এবং প্রকাশ সংক্রান্ত ধারণা

(Recognition, Measurment and disclosure of the elements of Financial Statements)

স্বীকৃতি (Recognition): আর্থিক প্রতিবেদনের উপাদান সমূহের স্বীকৃতি বলতে উক্ত উপাদান সমূহের প্রদত্ত সংজ্ঞার শর্তপূরণ করে উদ্বৃত্তপত্র বা আয়-বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কোন উপাদনের স্বীকৃতির জন্য উক্ত উপাদানের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা বা দায় এবং উহার নির্ভরযোগ্য পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। আর্থিক প্রতিবেদনে উপাদান সমূহের স্বীকৃতির বিষয়ে নিম্নোক্ত ধারণা সমূহর উল্লেখ হয়েছে;

- সম্পদের স্বীকৃতি (Recognition of Assets)ঃ যখন কোন সম্পদের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায় এবং উক্ত সম্পদ হতে প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন তা স্বীকৃত হবে। যে ক্ষেত্রে কোন ব্যয় করা হয় যার অর্থনৈতিক সুবিধা চলতি বছরে পাওয়া যাবে এবং চলতি বছরের পর উহা হতে কোন অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে না উক্ত ব্যয় উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ হিসাবে প্রদর্শিত হবে না বরং আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করতে হবে।

Kazi Omar Faruk FCA

- দায়ের স্বীকৃতি (Recognition of Liabilities): কোন একটি দায় তখনই স্বীকৃত হবে যখন কোন বাধ্যবাধকতা নিস্পত্তি করতে প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক সুবিধা সম্বলিত কোন উপকরণের (নগদ অর্থ বা অন্য কোন পণ্য বা সেবা) বহি:গমন ঘটে এবং উহার নির্ভরযোগ্য আর্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায়।

- আয়ের স্বীকৃতি (Recognition of Income): আয় তখনই আয়-বিবরণীতে স্বীকৃত হবে যখন উহার ফলে সম্পদের বৃদ্ধি বা দায়ের হ্রাস ঘটবে এবং সম্পদের উক্ত বৃদ্ধির পরিমাণ বা দায়ের হ্রাসের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে, অর্থাৎ একই সময়ে সম্পদের বৃদ্ধি বা দায়ের হ্রাস এবং আয় স্বীকৃত হবে।

- ব্যয়ের স্বীকৃতি (Recognition of Expenses): ব্যয় তখনই আয়-বিবরণীতে স্বীকৃত হবে যখন উহার ফলে সম্পদের হ্রাস বা দায়ের বৃদ্ধি ঘটবে এবং সম্পদের উক্ত হ্রাসের পরিমাণ বা দায়ের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে, অর্থাৎ একই সময়ে সম্পদের হ্রাস বা দায়ের বৃদ্ধি এবং ব্যয় স্বীকৃত হবে। তবে কোন ব্যয়ের আর্থিক সুবিধা যদি চলতি বছরের পরে অর্থাৎ পরবর্তী বছরগুলোতেও পাওয়া যায় তবে উহার সম্পূর্ণ অংশ আয় বিবরণীতে স্বীকৃত হবে না। সে ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে ব্যয় বিলম্বিত করে উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

পরিমাপন (Measurment ***):*** পরিমাপন বলতে অর্থিক প্রতিবেদনের উপাদান সমূহের আর্থিক মূল্য নিরূপণ করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়, যে মূল্যে উহাদেরকে উদ্বৃত্ত পত্র বা অয় বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয়। উপাদানের ধরণ ও প্রকৃতি অনুসারে পরিমাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কখনো কখনো একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। তবে পরিমাপন বা মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্লোক্ত চারটি ভিত্তি প্রয়োগ করা হয়;

১. ঐতিহাসিক ব্যয় (Historical cost): সম্পদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যয় বলতে উহা অর্জনকালে যে নগদ অর্থ বা নগদ অর্থের সমপরিমাণ উপকরণ পরিশোধ করা হয় অথবা উক্ত সম্পদ অর্জনে প্রদত্ত প্রতিদানের উপযুক্ত মূল্য (Fair value) বুঝায়। দায়ের ক্ষেত্রে উক্ত বাধ্যবাধকতার বিনিময়ে যে নগদ অর্থ বা মূল্য গ্রহণ করা হয়েছে অথবা উক্ত বাধ্যবাধকতা নিস্পত্তির জন্য যে নগদ অর্থ বা নগদ অর্থের সমান উপকরণ পরিশোধ করতে হবে তাকে বুঝায়।

২. চলতি ব্যয় (Current cost): চলতি ব্যয় বলতে উক্ত সম্পদটি বা অনুরুপ সম্পদ ক্রয় করতে বর্তমানে যে মূল্য পরিশোধ করা লাগতো উহাকে বুঝাইবে। দায়ের ক্ষেত্রে উক্ত দায় নিস্পত্তির জন্য যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তাকে বুঝাবে।

৩. আদায়যোগ্য মূল্য (Realisable value): আদায়যোগ্য মূল্য বলতে উক্ত সম্পদটি সাধারণভাবে বিক্রয় করে প্রাপ্ত বিক্রয় মূল্য হতে বিক্রয় জনিত ব্যয় বাদ দিয়ে যে নীট অর্থ পাওয়া যাবে উক্ত অর্থ মূল্যকে বুঝাবে। দায়ের ক্ষেত্রে উক্ত দায় পরিশোধে যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে তাকে বুঝাবে।

৪. বর্তমান মূল্য (Present value): বর্তমান মূল্য বলতে উক্ত সম্পদ হতে ভবিষ্যতে যে নগদ প্রবাহ সৃষ্টি হবে তার বাট্টাকৃত বর্তমান মূল্যকে বুঝাবে এবং দায়ের ক্ষেত্রে উক্ত দায় পরিশোধে ভবিষ্যতে যে মূল্য পরিশোধ করা হবে তার বাট্টাকৃত মূল্যকে বুঝাবে।

নীতিমালা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ (বিদ্যমান ও বিলুপ্ত)

হিসাব পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রসারের সাথে জড়িত এবং কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা সরাসরি নীতিমালা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও হিসাব পেশার সাথে জড়িত। নীতিমালা প্রণয়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তা, হিসাব বিবরণীর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, আর্থিক খাতে সুশাসন বৃদ্ধি ও জাতীয় ও বৈশ্বিক বাণিজ্যিক উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি বিবেচনা করে নীতিমালা ও হিসাবমান প্রণয়ন করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ সকল হিসাবমানও পরিবর্তন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ হিসাবমান প্রণয়ন ও উন্নয়নে সাধারণত ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকে। এ সকল হিসাব মান প্রণয়নকারী সংস্থা ছাড়াও হিসাব পেশার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা এ সকল হিসাবমান প্রয়োগে এবং পরামর্শ দানের মাধ্যমে হিসাবমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এখানে হিসাব নীতিমালা ও হিসাবমান প্রণয়নে জড়িত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো।

International Accounting Standards Board (IASB)

এটি হলো IFRS Foundation এর একটি সংস্থা। IFRS Foundation হলো বিশ্ব মানব স্বার্থে পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী ও অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান। এটি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর সদর দফতর লন্ডনে অবস্থিত।

Kazi Omar Faruk FCA

আইএএসবি (IASB) স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক হিসাবমান প্রণয়ন করে থাকে। আইএএসবি (IASB) ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এর শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে International Accounting Standards Committee (IASC) নামে। পরবর্তীতে আইএএসসি (IASC) এর স্থলে আইএএসবি (IASB) গঠন করা হয়।

International Accounting Standards Committee (IASC)

১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো এবং নেদারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের হিসাববিজ্ঞান পেশাদার সংস্থা সমূহের সম্মতিতে লন্ডনে আন্তর্জাতিক হিসাব মান কমিটি (International Accounting Standards Committee -IASC) গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত কমিটিতে আরও অতিরিক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পরিশেষে আইফাক (IFAC) এর সকল সদস্যকে এর সাধারণ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কমিটির আওতায় কয়েকটি অংশ ছিল যেমন, আইএএসসি বোর্ড, কনসালটেটিভ গ্রুপ, ষ্ট্যান্ডি ইন্টারপ্রিটিশন কমিটি, এডভাইজরী কাউন্সিল, ষ্টিয়ারিং কমিটি ইত্যাদি।

Financial Accounting Standards Board (FASB)

ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টিং ষ্ট্যান্ডার্ড বোর্ড হলো যুক্ত রাষ্ট্র ভিত্তিক একটি স্বাধীন, অমুনাফাভোগী বেসরকারী সংস্থা যা ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাইভেট, পাবলিক কোম্পানি এবং অমুনাফাভোগী সংস্থার জন্য হিসাবমান প্রণয়ন এবং উন্নয়ন করে।

Institute of Chartered Accountants of Bangladesh

দি ইনষ্টিষ্টিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশের পেশাদার হিসাববিদদের জাতীয় হিসাব সংস্থা। এটি স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির একটি আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থা প্রধানত দুটি কাজ করে থাকে। ১. সিএ ছাত্রদের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান, পাঠ্য উপকরণ প্রকাশ ও সরবরাহ, ছাত্রদের জন্য শ্রেণী কক্ষে পাঠ দান এবং পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। ২. যে সকল ছাত্র সিএ পাশ করে তাদেরকে সদস্য বইতে অন্তর্ভুক্ত করে, সদস্যদেরকে সিএ পেশা চর্চার অনুমতি প্রদান করে এবং সিএ ফার্ম সমূহকে রেগুলেট করে।

আইসিএবি বাংলাদেশে হিসাব পেশা রেগুলেট করা, হিসাবমান প্রণয়ন এবং গ্রহণ করার একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা। অবশ্য বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একটি সংস্থা "ফাইনেন্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল" হিসাব পেশা রেগুলেট করা ও উন্নয়নে আইসিএবির পাশাপাশি কাজ করছে।

নীতিমালার প্রয়োগ

হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে হিসাবের নীতিমালা ও হিসাবমান প্রয়োগ করা হয়। হিসাব নীতিমালা বলতে সার্বজনিন হিসাবনীতিকে নির্দেশ করে যার মধ্যে ধারণা (Concepts), রীতি(Convention) এবং অনুমান সমূহ (Assumptions) রয়েছে আর হিসাবমান বলতে আন্তর্জাতিক হিসাবমান বোর্ড (International Accounting Standards Board) কতৃক প্রণীত এবং সংশ্লিষ্ট দেশের হিসাব পেশার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (বাংলাদেশে আইসিএবি) কর্তৃক গৃহীত হিসাব মানকে বুঝায়। উল্লেখ্য কোন কোন ক্ষেত্রে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে বিকল্প হিসাব নীতির (Accounting policy) মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক হিসাবমান একটি ব্যাপক বিষয়। এ সকল হিসাবমান সমূহ হিসাবের উপাদান/দফা সমূহের সংজ্ঞা(Defination) প্রদান করে, পরিমাপ(Meausrement), স্বীকৃতির(Recognition) এবং উপস্থাপনার (Presentation), তথ্য প্রকাশ করন (Disclosure) এর বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এ সকল মান সমূহের প্রায় প্রতিটি বিষয় গভীর ও নিখুঁতভাবে আলোচনা করা হয় ও নিকনির্দেশনা দেয়া হয়। তবে এ সকল হিসাবমান প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সকল হিসাবমানও পরিবর্তন হতে পারে। যখন যে হিসাবমান বিদ্যমান থাকে তখন সে হিসাবমান অনুসারে হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

পূর্বে উল্লেখিত সার্বজনীন হিসাব নীতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। এ সকল হিসাব নীতি তথা ধারণা, রীতি ও আনুমান সমূহ অনুসরণের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান সমভাবে অনুসরণ করে। নিচে হিসাব নীতির প্রয়োগ উদাহরনের মাধ্যমে দেখানো হলো।

উপরোক্ত হিসাবে হিসাব বিজ্ঞানের ধারণা,অনুমান, রীতি-নীতির প্রয়োগ

পৃথক ব্যবসা সত্তা ধারণা (Business Entity Concept)

পৃথক ব্যবসা সত্তা ধারণা বা আর্থিক সত্তা ধারণাটি নির্দেশ করে যে, প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি পৃথক সত্তা এবং এর সকল লেনদেন পৃথক ভাবে হিসাব ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ ব্যবসা এবং মালিক দুটি পৃথক সত্তা। ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন এবং মালিকের ব্যক্তিগত লেনদেন পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মেসার্স সায়হাম এন্টার প্রাইজের হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ ধরণাটির প্রয়োগ করা হয়েছে বিধায় প্রতিষ্ঠানের মালিককে প্রতিষ্ঠান হতে পৃথক স্বত্বা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এ কারণে মালিকের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

এখানে মালিকের মূলধন হিসাব ছাড়াও অন্যান্য দায় উদ্বৃত্তপত্রের দায় দিকে দেখানো হয়েছে। মলিকের মূলধন এবং দায়ের মোট পরিমাণ মিলে কারবারের মোট সম্পদের সমান হয়েছে। অর্থাৎ দায়+মূলধন=সম্পদ

*চলমান ব্যবসা ধারণা (***Going Concern Concept)**

চলমান ব্যবসা ধারণা বা চলমান ব্যবসা রীতি অনুসারে ধরে নেয়া হয় যে উক্ত ব্যবসা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বা অন্তত দীর্ঘ মেয়াদে বা উহার লক্ষ্যার্জন পর্যন্ত চলমান থাকবে। অর্থাৎ চলমান ব্যবসায় ধারণা অনুসারে অনুমান (Assumption) করা হয় প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর থাকবে এবং নিকট ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা সকল সম্পত্তি বিক্রয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এ কারণে ধরে নেয়া হয়

- স্থায়ী সম্পদ হতে যেহেতু দীর্ঘদিন সুবিধা পাওয়া যাবে, সম্পদ অর্জনের জন্য যে ব্যয় করা হয় তাকে মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সম্পত্তির ক্রয় মূল্য হতে তার যতটুকু ব্যবহার জনিত ক্ষয় হয়েছে মর্মে প্রাক্কলন করা হয় ততটুকু সংশ্লিষ্ট বছরের ব্যয় বা অবচয় হিসাবে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ ভবিষ্যত বছরে ব্যবহারের জন্য সম্পদ হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।
- প্রাপ্য হয়েছে অথচ নগদে আদায় হয়নি এমন আয় সমূহ ভবিষ্যতে আদায় হবে ধরে নিয়ে সম্পদ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।
- যে সকল ব্যয় হতে ভবিষ্যতেও সুবিধা পাওয়া যাবে, সে সকল ব্যয় সমূহকে পরবর্তী বছর বা বছর সমূহের বিপরীতে আরোপ করার উদ্দেশ্যে বিলম্বিত করা হয়।

উপরোক্ত হিসাবে এ ধারণাটি প্রয়োগ করার কারণে;

ক. ক্রয়কৃত পণ্যের অবিক্রীত অংশ পরবর্তী বছরে বিক্রয় করা যাবে বিধায় সমাপনী মজুদ পণ্য হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে;

খ. *দালান, ইজারা সম্পত্তি, আসবাবপত্র, মটর গাড়ী, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, অব্যবহৃত মনিহারী ইত্যাদি সম্পদ হতে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে বিধায় এর অবচয় বাদ মূল্য উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।*

গ. *নিরাপত্তা জমানত,* প্রাপ্য সুদ ভবিষ্যতে আদায় হবে মর্মে সম্পদ হিসাবে দেখানো হয়েছে

ঘ. *বিলম্বিত বিজ্ঞাপন, অগ্রীম ব্যয় হতে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ব্যাংক ঋণের প্রদেয় সুদ ভবিষ্যতে পরিশোধ করতে হবে বিধায় হিসাবে যথাক্রমে সম্পদ ও দায় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।*

যদি চলমান ব্যবসা ধারণা প্রয়োগ করা না হতো তবে চলতি বছরেই এ সকল মূলধনী ব্যয় সমূহকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে দেখাতে হতো, ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এমন ব্যয়কে বিলম্বিত করা হতো না এবং যে সকল আয় সমূহ প্রাপ্য হয়েছে অথচ নগদে আদায় হয়নি তা আয় হিসাবে দেখানো যেতো না ফলে ব্যবসার সঠিক ফলাফল পাওয়া যেতো না।

অর্থের এককে পরিমাপক ধারণা (Monetary Unit Assumption)

এ ধারণা অনুসারে ধরে নেয়া হয় ব্যবসার সকল লেনদেন, দায়-দেনা এবং সহায়-সম্পদ অর্থের একক দ্বারা পরিমাপযোগ্য। অর্থ সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দিভাজক হিসাবে কাজ করে এবং উক্ত আর্থিক মূল্যই হিসাব বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ ধারণা মতে মনে করা হয় অর্থ্যের মূল্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং সকল

Kazi Omar Faruk FCA

ব্যবসায়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে উপযোগী। এ কারণে কোন একটি লেনদেন, সম্পদ বা দায় হিসাবভুক্ত করতে হলে উহা অর্থের এককে পরিমাপযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় এটি হিসাবভুক্ত করা এবং আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না।
উপরোক্ত হিসাবে এ ধারণার প্রয়োগ করায় প্রতিটি হিসাব শিরোনাম টাকার অংকে দেখানো হয়েছে। যেমন মজুদ পণ্য, ভূমি, দালান, ইজারা সম্পত্তি, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, মটর গাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদির আকার, ধরণ, পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখ করার পরিবর্তে টাকার অংকে উহাদের মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া গুজবের কারণে বিক্রয় হ্রাস পওয়া এবং ব্যবসায় লোকসান হওয়ার বিষয়টি অর্থের এককে পরিমাপযোগ্য নয় বিধায় হিসাবভুক্ত হয়নি।

সময়কাল বা হিসাবকাল ধারণা(Time Period Assumption)

হিসাববিজ্ঞানের এ নীতি অনুসারে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য একটি হিসাবকাল থাকতে হবে। উক্ত হিসাব কালের মধ্যে সংগঠিত সকল লেনদেন উক্ত আর্থিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উক্ত সময়ের আগের বা পরের কোন লেনদেন বা ঘটনা উক্ত হিসাব বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ ধারণা অনুসারে কোন এক মাস বা কোন ত্রৈমাসিক বা এক বছর সময়রে জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত সকল লেনদেন হিসাব বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ নীতি অনুসারে ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং উক্ত হিসাবকালের শেষ দিকে আর্থিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এ নীতির ভিত্তিতে হিসাব তৈরী করার কারণে বিনিয়োগকারী ও অন্যন্য ব্যবহারকারীগন কোন নির্দিষ্ট মাস, ত্রৈমাস বা বছরের ব্যবসায়িক ফলাফল, দক্ষতা ও আর্থিক অবস্থা দেখতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
উপরোক্ত হিসাবে এ নীতির প্রয়োগ করা হয়েছে বিধায় ১লা জানুয়ারি হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে উক্ত ব্যবসার হিসাবকাল ধরে নেয়া হয়েছে। পহেলা জানুয়ারির আগের বা ৩১ শে ডিসেম্বরের পরের কোন লেনদেন এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন অগ্রীম ব্যয় পববর্তী বছরের ব্যয় হওয়ার কারণে এ বছরের ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি, শুধু মাত্র উক্ত সময়ের মধ্যে সংগঠিত ক্রয় ও বিক্রয় এ হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সময়ের আগের বা পরের কোন ক্রয় বিক্রয় এ বছরের ক্রয় বিক্রয়রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

হিসাব সংক্রান্ত্ম প্রথা বা নীতি

ঐতিহাসিক ব্যয় বা ক্রয়মূল্য নীতি(Historical Cost Principle)

এ নীতি অনুসারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার প্রায় সকল লেনদেন, সম্পদ ও দায় উহাদের অধিগ্রহণ মূল্য বা ক্রয় মূল্যে হিসাবভুক্ত করবে। অর্থাৎ কোন সম্পদের বিপরীতে প্রতিষ্ঠান যে আর্থিক মূল্য পরিশোধ করবে শুধু উক্ত মূল্যই আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শন করতে পারবে। মূল্যস্ফীতি বা মূল্য সংকোচনের কারণে উক্ত মূল্য পরিবর্তন করে দেখানো যাবে না। একই ভাবে দায়, পণ্যক্রয় ইত্যাদিও ক্রয় মূল্যেই হিসাবভুক্ত করতে হয়।
উপরোক্ত হিসাবে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও উহা ক্রয় মূল্যে প্রদর্শন করা হয়েছে।

আয়ের স্বীকৃতি নীতি/আদায়করন নীতি (Revenue Recognition Principle)

এ নীতি অনুসারে যখন কোন আয় আদায় হবে বা আদায় যোগ্য হবে বা অর্জিত হবে তখন উক্ত আয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ কোন আয় অর্জিত হলে যদি উক্ত আয় আদায় যোগ্য হয় তবে উহা হিসাব ভুক্ত করার জন্য আদায়ের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। উহা আদায় যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে হিসাবভুক্ত করা যাবে। এ নীতি হিসাব বিজ্ঞানের বকেয়া নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ নীতির কারণেই আয় আদায় না হওয়া সত্বেও আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা যায়।
এ নীতির প্রয়োগের কারণেই উপরোক্ত হিসাবে ***সঞ্চয় পত্রের সুদ এবং*** বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য আদায় না হওয়া সত্বেও আয় হিসাবে প্র*দর্শন করা হয়েছে।*

আয়-ব্যয় মিলকরণ নীতি**(Matching Principle)**

হিসাব বিজ্ঞানে আয়-ব্যয় মিলকরণ নীতি একটি গুরুত্বপূর্ন নীতি। হিসাবকাল ধারণা অনুসারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বা সময় কালের জন্য হিসাব প্রস্তুত করে থাকে। আয়-ব্যয় মিলকরণ নীতি অনুসারে প্রতিটি হিসাব কালের আয়ের বিপরীতে উক্ত হিসাব কালের ব্যয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ এক হিসাব কালের ব্যয় অন্য হিসাবকালের আয়ের বিপরীতে দেখানো যাবে না। কেননা হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কারবারের ব্যবসায়িক ফলাফল নিরূপণ করা। আয়ের বিপরীতে সংগঠিত ব্যয় দেখানো না হলে সঠিক ফলাফল নিরূপণ করা যাবে না। প্রতিটি আয় এবং ব্যয় যদি সংশ্লিষ্ট হিসাব কালের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয়, সে ক্ষেত্রেই কেবল সম্ভব ব্যয় সমূহ সংশ্লিষ্ট আয়ের বিপরীতে প্রদর্শন করা এবং

Kazi Omar Faruk FCA

সঠিক আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা। মিলকরণ নীতি অনুসারে কারবারের হিসাবরক্ষণের জন্য বকেয়া ভিত্তিক হিসাব প্রস্তুত করতে হয়।

উপরোক্ত হিসাবে এ নীতির প্রয়োগের কারণে

ক. স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় আরোপ করা হয়েছে;

খ. সকল বকেয়া ব্যয় লাভ-লোকসান হিসাবে ব্যয় হিসাবে দখানো হয়েছে যেমন বকেয়া বেতন, ভাড়া, বিদ্যুৎ, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ ইত্যাদি;

গ. অগ্রীম ব্যয় সমূহ ব্যয় হতে বাদ দেয়া হয়েছে, যেমন অগ্রীম মজুরী ও বীমা সেলামী;

ঘ. অর্জিত অনাদায়ী আয় সমূহ আয় হিসাবে দেখানো হয়েছে, যেমন বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ, উত্তোলনের সুদ ইত্যাদি

ঙ. সমাপনী মজুদ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট দিকে দেখানোর মাধ্যমে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে,অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় হিসাবের ডেবিট দিকে প্রারম্ভিক মজুদ এবং ক্রয় অপরদিকে ক্রেডিট দিকে সমাপনী মজুদ দেখানোর কারণে যে পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে তার বিপরীতে সৃষ্ট ব্যয় ক্রয় বিক্রয় হিসাবে দেখানো হয়েছে ;

রক্ষণশীলতার নীতি(Conservatism principle)

হিসাব বিজ্ঞানের রক্ষণশীল নীতি নির্দেশ করে যখন কোন ব্যয় বা দায় সৃষ্টি হয় তা অনতিবিলম্বে হিসাবভুক্ত করতে হবে এবং যখন কোন আয় বা সম্পদ সৃষ্টি হয় তা আদায়যোগ্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে হিসাবভুক্ত করতে হবে। যখন কোন একটি লেনদেন হিসাবভুক্ত করার ক্ষেত্রে দুটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প থাকবে তখন রক্ষণশীলতার নীতি অবলম্বন করে হিসাব রক্ষক এমন বিকল্প পদ্ধতির অনুসরন করবেন যাতে করে অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা প্রদর্শিত হয়। রক্ষণশীলতা নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো কারবারের মূলধনের সুরক্ষা। কারণ প্রদর্শিত আয় আদায় না হলে এবং উক্ত আয় প্রদর্শনের কারণে সৃষ্ট মুনাফা বন্টন হয়ে গেলে কারবারের মূলধন হ্রাস পাবে। অপরদিকে উক্ত আয় বর্তমান বছরে না দেখানোর কারণে মুনাফা কিছু কম প্রদর্শিত হলেও মূলধন হ্রাস পাওয়ার তথা কারবারের ভিত দূর্বল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ কারণে রক্ষণশীলতার নীতি অনুসরণ করে যেখানে কম মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে কম মুনাফা প্রদার্শন করা হয়।

এ হিসাবে রক্ষণশীলতার নীতি অবলম্ভন করার কারণে মজুদ পণ্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য তথা আদায়যোগ্য মূল্য এবং উহার ক্রয় মূল্য এ দুটি মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

উপরোক্ত হিসাবে শিশুখাদ্যের বাজার মূল্য ৮০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৯০,০০০ টাকায়। এবং ভোজ্য তেলের বাজার মূল্য ১০০,০০০ টাকা হতে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০,০০০ টাকায় নেমে এসেছে। রক্ষণশীলতার নীতি প্রয়োগ করে এখানে কম মূল্যটি হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

বস্তুনিষ্ঠতার নীতি(*Materiality principle*)

হিসাব বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার নীতি অনুসারে কোন একটি ব্যয়কে সম্পদ বাচক ব্যয়, না মুনাফা বাচক ব্যয় গণ্য করা হবে অর্থাৎ আয় ব্যয় হিসাবে প্রদর্শিত হবে, না সম্পদ হিসাবে প্রদর্শিত হবে তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং ব্যয়ের আকারের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যেমন উপরোক্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠানের আকার বিবেচনায় ২০০ টাকা খুব ছোট ব্যয় হওয়ায় ক্যলকুলেটর একাধিক বছর ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্বেও মুনাফা জাতীয় ব্যয় গণ্য করে লাভ লোকসান হিসাবে ব্যয় দেখানো হয়েছে এবং ৩০,০০০ টাকা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যয় হওয়ায় কম্পিউটার এর জীবন কাল ক্যলকুলেটরের সমান হওয়া সত্বেও মূলধন জাতীয় ব্যয় গণ্যকরে সম্পদ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

বুদ্ধিমত্তা নীতি(Prudence Concept)

কখনো কোন কোন লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্যে অনিশ্চয়তা থাকে, অথচ লেনদেন সমূহ যথা সময়ে হিসাবভুক্ত করতে হয়। এ ধরণের অনিশ্চয়তার কারনে হিসাব রক্ষককে বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে লেনদেনের পরিমাণ প্রাক্কলন (অনুমান) করতে হয়। এ ধরণের প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষককে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয় এবং বুদ্ধি মত্তার প্রয়োগ করতে হয়। হিসাব রক্ষক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে নিশ্চিত করবেন যে, সম্পদ ও আয় অতিমূল্যায়িত বা বেশী প্রদর্শিত হয়নি এবং ব্যয়, ক্ষতি বা দায় কম দেখানো হয়নি।

এ হিসাবে বুদ্ধিমত্তা নীতি প্রয়োগের কারণে

ক. স্থায়ী সম্পদ সমূহের জীবনকাল বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সম্পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবচয় হার প্রয়োগ করে আবচয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে;

Kazi Omar Faruk FCA

খ. অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেনাদারের অনাদায়ের বিষয়টি বিবেচনা করে আনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব করে লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট দিকে দেখানো হয়েছে।

পূর্ণপ্রকাশ নীতি (Full Desclosure Principle)

হিসাব বিজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ নীতি অনুসারে হিসাব বিবরণীতে এমন সকল তথ্য উপস্থাপন করতে হবে যে সকল তথ্য হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে।

এ নীতির প্রয়োগের কারণে উপরোক্ত হিসাব বিবরণীতে ক্রয় বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব এবং উদ্বৃত্ত পত্রের পর অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে নোট আকারে স্থায়ী সম্পদের বিবরণী, অন্যান্য নোট দেখানো হয়েছে, কারবারের সম্ভাব্য দায় এবং তার প্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে।

শিল্প রীতি/শিল্পচর্চা (Industry Practice)

কোন শিল্পের বিশেষ প্রকৃতির কারণে কোন কোন লেনদেন হিসাব বিজ্ঞানের সার্বজনিন স্বীকৃত নীতি অনুসারে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়না। শিল্প রীতি অনুসারে এ ধরণের লেনদেন সমূহ হিসাব বিজ্ঞানের সাধারণ রীতি নীতির বাইরে এসে উক্ত শিল্পের বিশেষ বা ব্যতিক্রম রীতি অনুসারেই উপস্থাপন করা হবে।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা কারবার এবং সাধারণ খাদ্যপণ্য উৎপাদক এবং বাজারজাতকরী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সার্বজনীন হিসাব নীতির সকল নীতি প্রয়োগ করার সুযোগ আছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

নিরপেক্ষতার নীতি (Objectivity concept)

হিসাব বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা বা নৈব্যক্তিকতা নীতি অনুসারে হিসাব বিবরণীতে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং প্রতিটি তথ্য প্রমাণভিত্তিক হতে হবে। হিসাব বিবরণীতে কোন অসত্য, ইচ্ছাকৃত ভুল, পক্ষপাতদুষ্ট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা যাবে না। সকল তথ্য প্রসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। উপরোক্ত হিসাবের প্রতিটি দফা/উপাদান বা হিসাব তথ্য হিসাব বইয়ের সাথে মিল আছে বিধায় এ হিসাবে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

Kazi Omar F

সার্বজনীন হিসাব বিজ্ঞান নীতিমালাল রেখা চিত্র
(Mapping of Accounting Principles)

হিসাব বিজ্ঞান নীতিমালা
GAAP

প্রয়োগ →
১. আয় বিবরণী
২. উদ্বৃত্তপত্র
৩. নগদ প্রবাহ বিবরণী

ধারণা (Assumptions)	রীতি-নীতি(Conventions)	গুণগত মান (Quality Considerations)

অনুমান/ধারণা (Assumptions)
- পৃথক সত্তা ধারণা
- চলমান ব্যবসা ধারণা
- স্থিতিশীল অর্থের একক
- হিসাব কাল

প্রথা/রীতি-নীতি (Conventions)
- ঐতিহাসিক ব্যয়
- আদায় যোগ্য
- আয়-ব্যয় মিলকরণ
- দ্বৈত হিসাব
- অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য

গুনগত মান (Quality Considerations)
- উদ্দেশ্য
- বুদ্ধিমত্তা
- সামঞ্জশ্যতা
- বস্তুনিষ্ঠ

Kazi Omar Faruk FCA

Website: www.soacfin.com
facebook: soacfin
Youtub: https://www.youtube.com/channel/UCbCi5F8e23Um2Q1GAaNcUgQ
facebook page: Business studies - Finance and Accounting

পর্যায়ক্রমে এইচএসসি হিসাববিজ্ঞান-প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র, বি.কম, এম.কম এবং এসএসসি ছাত্রদের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ক সকল বিষয়ের সকল অধ্যায়ের উপর সিনোপসিস এবং লেকচার ভিডিও প্রকাশ করার আশা করছি। আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেইসবুক পেইজ ভিজিট করুন।